ফুল হয়ে ফোটো

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরীল
মোহাম্মদ হোবলস

সম্পাদনা : কায়সার আহমাদ

ফুল হয়ে ফোটো

মূল

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

মোহাম্মদ হোবলস

ভাষান্তর

মুহসিন আব্দুল্লাহ

কায়সার আহমাদ

সামী মিয়াদাদ চৌধুরি

সম্পাদনা

কায়সার আহমাদ

শারয়ি সম্পাদনা

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

বানানসংশোধন

মোহাম্মদ আল আমীন

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

সূচিপত্র

মোহাম্মদ হোবলস

পূর্বকথা..... ৭
যেভাবে আমি দীনে ফিরি... ..... ৯
একুশ শতকের এতিম ১৩
আপনি কি সত্যিই আহলে বাইতকে ভালোবাসেন? ১৭
হতাশা এবং সোশ্যাল মিডিয়া..... ২২
ইংরেজি নববর্ষ উদ্‌যাপন ও মুসলিম সমাজ..... ২৫
ডিভোর্সের মহামারি ২৭
মায়ের সাথে আমার শেষ কথা..... ২৯
পাপের সাগর পেরিয়ে... ..... ৩২
ফজরের সময় যা হয়! ৩৫
দীনের জন্য সমালোচনা..... ৩৬
আমাদের মুসলিম পরিচয়সংকট ৩৮
আপনার পাপগুলো সমগ্র উম্মাহকে আক্রান্ত করে..... ৪৪
মানসিক অসুস্থতা..... ৫১
প্রতারণার অনুদান এবং মুসলিম সমাজ..... ৫২
জীবনে যা হবার তা হবেই ৫৫
ঔদ্ধত্য..... ৫৬
আল্লাহ ক্যানসার দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন ৫৯
আমাকে আল্লাহর প্রয়োজন নেই, কিন্তু আল্লাহকে আমার প্রয়োজন ৬৩
ধনী পুরুষকে বিয়ে করতে চাই..... ৬৭
কথোপকথন : ইসলামে বিয়ে ও বিয়ের অনুষ্ঠান ৬৯
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র শক্তি..... ৭৫
আমাদের মসজিদগুলোতে যা হয় ৭৯

দীনকে প্রায় বেচে দিচ্ছিলাম! ৮০
মোহাম্মাদ নাজি-র মৃত্যু ও অন্যান্য ৮২
উম্মাহ জাগবে যখন... ..... ৮৭
উম্মাহর অবস্থা ৯৫
প্রিয়জনদের সাথে যা করবেন না ৯৮
বছরের সেরা ১০ দিন ৯৯
আল্লাহর পক্ষ হতে সেরা উপহার ১০১
রামাদানে মুছে ফেলুন যত সব পাপ ১০৩

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

কুফফারদের উৎসব উদ্‌যাপন ১০৯
আমাদের বোনদের মুক্ত করুন! ১৩৫
ইরানে বন্দি আমার মাজলুম ভাইগণ ১৬৩
অন্যের নিকট দুআ কামনা করা ইসলামে অনুমোদিত? ১৭৩
আসুন প্রতিযোগিতা করি! ১৮১
কারাগারের স্মৃতি ১৮৮
মরুসিংহ (উমর মুখতার) ১৯৭
মুহাম্মাদ বিন আবদিল ওয়াহাব-এর পৌত্রের ইমানদীপ্ত বৃত্তান্ত ২০৩
কোনো আত্মসমর্পণ নয় ২১০
ওহে ইসলাম! ২১৬
১০টি বিষয়—যা ইসলামকে ধ্বংস করে দেয় ২১৯
কারাগারের ভাইদের সাথে বোনদের যোগাযোগ ২২৩
বিশ্বনবির বিরুদ্ধে অপবাদ ২২৬
আমি কি আমার দাড়ি ছেঁটে ফেলব? ২৩৭

পূর্বকথা

সকল প্রশংসা মহান প্রতিপালকের, যিনি এ কায়েনাতকে অসংখ্য নিয়ামত দিয়ে সুসজ্জিত করেছেন এবং এ মনোরম পৃথিবীতে মানুষের বিচরণ ও সুন্দরভাবে বসবাস করার জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনীত করেছেন। অজস্র দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সৃষ্টিকুলের শিরোমণি আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল মুহাম্মাদে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।

মুসলিম উম্মাহর এখন উত্থানের সময়। পথহারা এবং দুনিয়া ও বস্তুবাদে ডুবে থাকা অসংখ্য মুসলিম মহান রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করছে। দুনিয়ার পিছনে ছুটতে গিয়ে যখন আত্মিক পিপাসার উপলব্ধি মানুষের মনে জাগ্রত হচ্ছে, তখন তা নিবারণের জন্য ইসলামের সুশীতল ইলম এবং জীবনপন্থার দিকে মানুষ ফিরে আসছে। মন ভরে আত্মিক পানি পান করছে। এক্ষেত্রে তাদের সাহায্য করছেন উম্মাহদরদি কিছু দাঈগণ। যুগের চাহিদার আলোকে তারা উম্মাহর পথভোলা মানুষকে ইসলাহ এবং তরবিয়ত করতে এগিয়ে এসেছেন। তারা যেমন ইমান-আকিদা সহিহকরণের ক্ষেত্রে জোর দিচ্ছেন, ঠিক একই সময়ে বস্তুবাদের অসারতা সুন্দরভাবে মানুষের মাঝে তুলে ধরছেন। আবার উম্মাহর প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বিষয়েও তারা সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। বর্তমান উম্মাহর গৌরব এমন দুজন দাঈ-এর নসিহত নিয়েই এই গ্রন্থের আয়োজন।

এ গ্রন্থটি সাজানো হয়েছে বর্তমান মুসলিম উম্মাহর দুজন পথিকৃৎ, ইসলামের দাঈ শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল এবং উস্তাদ মোহাম্মাদ হোবলস হাফিযাহুমুল্লাহ-এর লেকচার ও প্রবন্ধ দিয়ে। তাদের পরিচয় নতুন করে দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

আমরা এই গ্রন্থমালা ছোটো ছোটো অনেকগুলো মুক্তো দিয়ে গেঁথেছি। প্রতিটি লেখা আপনাকে আপনার জীবন সম্পর্কে, দৈনন্দিন কর্ম সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করবে, নতুন নতুন দিক উন্মোচিত করবে আপনার দৃষ্টিপটে। এখানে পাতায় পাতায় গেঁথে রাখা জেমসগুলো আপনার জীবনকে সাজাতে অনুপ্রেরিত করবে। নতুন উৎসাহ, উদ্দীপন ও প্রেরণা নিয়ে ইসলামের পথচলা সহজ করবে। ইনশাআল্লাহ।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেকচার এবং প্রবন্ধ একত্র করে একই মলাটে

এনে আপনাদের সামনে পেশ করার জন্যই আমাদের এই প্রয়াস। তিনজন অনুবাদক বইটি অনুবাদ করেছেন। মুহসিন আবদুল্লাহ, সামী মিয়াদাদ চৌধুরি, এবং আমি। তরুণ অনুবাদক আব্দুল্লাহ (আল্লাহ তাকে উচ্চ মাকাম দান করুন) ভাইয়ের প্রতিও বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। অনুবাদ যথাসাধ্য সহজ, প্রাঞ্জল এবং পাঠ-উপযোগী করার চেষ্টা করেছি। আশা করি পাঠকের জন্য এটি সুখপাঠ্য হবে।

বইটির সম্পাদনার ক্ষেত্রে কিছুটা স্বাধীনতা নিয়েছি। পাঠকের সুবিধার জন্য জটিল এবং দুর্বোধ বাক্যকে সরল বাক্যে নিয়ে এসেছি। লেখক যে-সকল সূত্র থেকে তথ্য গ্রহণ করেছেন আমি তা পুনরায় যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনে কিছু তথ্য সংযোজন করেছি। লেকচারে সাধারণত হাদিসের রেফারেন্স উল্লেখ করা হয় না। আমরা হাদিসের আরবি পাঠ, সূত্র এবং মান উল্লেখ করে দিয়েছি। সর্বোপরি মানুষ হিসেবে আমাদের ভুল হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কোনো ধরনের ভুল নজরে এলে আমাদের জানানোর অনুরোধ রইল।

বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন তরুণ প্রকাশক মো. ইসমাইল হোসেন। এ ছাড়া অনেকে বইটি প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাদের জাজায়ে খাইর দান করুন, এবং লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও সম্পাদকসহ সকলের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন।

কায়সার আহমাদ

১৫ই জুমাদাল উলা, ১৪৪১ হিজরি

১১ই জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ, সময়- ভোর ৪:৪০।

যেভাবে আমি দীনে ফিরি...

আমার মুসলিম পরিবারে জন্ম আলহামদুলিল্লাহ! মুসলিম পরিবেশেই বেড়ে ওঠা। কিন্তু শুধু নামেই মুসলিম ছিলাম আমরা। আমার বাবা-মা ইসলাম সম্পর্কে কিছুটা হলেও জানত এবং মানারও চেষ্টা করত, কিন্তু আমি ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক কিছু বিষয় ছাড়া তেমন কিছু জানতাম না। যেমন মদ হারাম, সুদ হারাম, শুকরের মাংস খাওয়া হারাম, মুসলমানরা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, বছরে একমাস রোজা রাখে... এরকম প্রাথমিক কিছু বিষয় আমার জানা ছিল। আমরা এমন এক পরিবেশে বেড়ে উঠি, যেখানে প্রচুর হারাম কাজ ঘটত, শুধু ঘটতই না বরং বলা যায় হারামকে উৎসাহিত করা হতো। আপনারা জানেন বর্তমান সাউথ আফ্রিকার মুসলিম কমিউনিটি বেশ সক্রিয়। সেখানে একজন মুসলিম ছেলে-মেয়ে চাইলেই অন্যদের মতো প্রকাশ্যে বিপরীত লিঙ্গের বন্ধু-বান্ধবী নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে পারে না। হারাম কাজে জড়াতে পারে না। কিন্তু আমাদের সময়ে অবস্থা এরকম ছিল না। এরপর আমরা সিডনিতে চলে আসি, আলহামদুলিল্লাহ! কিন্তু সাউথ আফ্রিকায় তখন হারামকে হারাম মনে করা হতো না, লজ্জাজনক ব্যাপার বলে মনে করা হতো না। এভাবেই বিরূপ পরিবেশে আমরা বেড়ে উঠি। এককথায় বলা যায়, হারাম পরিবেশে...।

তবে আমি দীনকে তখনো ভালোবাসতাম। ইসলামকে শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু দীন আমার জীবনে ছিল না।

একজন সাউথ আফ্রিকান মুসলিমের কাছেই আমি দীন বুঝেছি এবং দীনে এসেছি। আলহামদুলিল্লাহ!

তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন শাইখ আহমাদ দিদাত রাহিমাহুল্লাহ! আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুন। সত্যিই তিনি একজন বড়ো মাপের মানুষ ছিলেন।

আমি যখন প্রথম তার লেকচার দেখি, অভিভূত হয়ে যাই। কী চমৎকার আইডিয়া! বিশাল স্টেজে দাঁড়িয়ে ইসলাম সম্পর্কে কী দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সাথে শ্রোতাদের সামনে একজন মুসলিম আলোচনা করছেন! আমি তার ভক্ত বনে যাই। সত্যিই অনেক কঠিন ভক্ত হয়ে যাই তার!

সুবহানাল্লাহ, এরপর আল্লাহ আমাকে দীনের বুঝ দান করেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি এভাবেই দীনে ফিরে আসি। (শ্রোতাদের সবাই সমস্বরে আলহামদুলিল্লাহ!)

সঞ্চালক : আমরা আশা করি ইনশাআল্লাহ! অনেক যুবক আপনার এই দীনে ফেরার গল্প জানতে পারবে এবং দীনে ফিরতে অনুপ্রেরণা পাবে। এরপর আপনার জীবনে পরিবর্তন ঘটে, সুবহানাল্লাহ! দীন সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানতে আপনি মনোযোগী হন। কিন্তু আপনার ফেলে আসা জীবনের বন্ধুবান্ধবী, বিভিন্ন আকর্ষণীয় বিষয়, চাকচিক্যময় স্থানের জন্য কেমন বোধ করেন?

হোবলস : কোনো অনুতাপ নেই! আল্লাহর কসম! কোনো অনুতাপ, অনুযোগ নেই! আসলে অতীতে আমার তেমন পাপপঙ্কিলতার ঘটনা নেই, তেমন কোনো আবেগিক ঘটনাও নেই, যে কারণে আমাকে খুব বেশি আপ্লুত হতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ! কিন্তু সবকিছু তো আর শেষ হয়ে যায় না (অর্থাৎ দীনে আসার পরও জাহিলি সময়ের বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ হতো), যেটা ঘটেছে সেটা হলো আমার জাহিলি সময়ের সংস্রব দীনে আসার পর কাজে লেগেছে। আমার দাওয়াহর কাজে ভালো হয়েছে। তার মানে এই নয় যে—আমি বলছি, যুবকরা দীনের পাশাপাশি জাহিলি কর্মকাণ্ড করেই যাবেন, বরং জাহিলি বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতিকে দীনের কাজে ব্যবহার করবেন।

সঞ্চালক : আমরা আশা করি সিডনির অসংখ্য যুবক আপনার লেকচারে উদ্বুদ্ধ হয়ে দীনি জীবনযাপনে অভ্যস্ত হবেন। ইনশাআল্লাহ! এখন আমি জানতে চাই যুবকদের আকৃষ্ট করতে হলে আমাদের কী করা উচিত? কীভাবে আমরা দীনকে তাদের সামনে উপস্থাপন করব?

হোবলস : কতটা সত্য বলব? (তিক্ত সত্য হলেও সেটা বলব কি না?)

সঞ্চালক : যতটা সত্য আপনার হৃদয়ে আছে এবং যেগুলো বলা প্রয়োজন (যেভাবে আপনার মনে চায়) বলুন।

হোবলস : ঠিক আছে, বলছি। সত্যি করে যদি বলি, আমি অনেক বৈপরীত্য দেখতে পাচ্ছি। আমরা দেখাই একভাবে, কিন্তু বাস্তবে হয় ভিন্ন। আমরা শুধু বলি যে, তরুণদের জন্য (দীনি কাজ) করতে হবে, তরুণদের জন্য (দীনি কাজ) করতে হবে। এমনকি অনেক বড়ো বড়ো সংগঠন, ব্যাপক মিডিয়া হাইলাইটস, কিন্তু সেখানেও একই সমস্যা। আমরা যুবকদের নিয়ে আয়োজন করি, সেখানে তারা আসে, তাদের প্রশ্নের উত্তর দিই, কিন্তু তাদের জন্য কোনো পদক্ষেপ নিই না। তাদের কোনো কাজ বা পদ দিই না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "নুসিরতু বিশ-শাবাব" আমি যুবকদের থেকেই সাহায্য পেয়েছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুবকদের খুব ভালোবাসতেন। যুবকদের রয়েছে সুন্দর মন, শক্তি, সামর্থ্য ও উদ্যম। আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ, আমাদের মুরুব্বি,

আমাদের আলিমদের তাদের নিয়ে ভাবতে হবে; আরও দূরদর্শিতার সাথে তাদের কাজে লাগাতে হবে। এমনিতেই আমাদের কাঁচামাল (যুবশক্তি) কম, তাই আমাদের আরও আন্তরিক হতে হবে। বিশেষ করে যুবকরা যখন জাহিলিয়াত ছেড়ে নতুন দীনে আসে, তখন তারা অনেক বেশি উদ্যমী থাকে। জ্ঞানার্জনে ক্ষুধার্ত থাকে। তারা তখন বেশি করে জানতে চায়, আমল করতে চায়। তখনই কমপ্লিট দীন চায়। এটা খারাপ না ভালো, আমি সে ব্যাপারে বলব না। কিন্তু আমাদের উচিত তাদের আরও উৎসাহ দেওয়া। আমরা দেখি—আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো, আমাদের সংগঠনগুলো সেই পঞ্চাশ বছর আগেকার ধ্যানধারণা নিয়ে তাদের বিচার করে। ওহে বিচারক! তাদের সন্তান, তাদের নাতি-নাতনিদের যুগ ছিল ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং তাদের সাথে গতানুগতিক আচরণ বাদ দিতে হবে।

সঞ্চালক : খুব সুন্দর বলেছেন। আপনি একটু আগে বললেন যে, সাউথ আফ্রিকার মুসলিম কমিউনিটি অনেক সমৃদ্ধ, অনেক সুশৃঙ্খল এবং সচেতন। দয়া করে বলবেন কি, ঠিক কোন কোন দিক থেকে বর্তমান অস্ট্রেলিয়ান মুসলিম কমিউনিটি এবং সাউথ আফ্রিকান মুসলিম কমিউনিটি সমপর্যায়ের কিংবা ব্যতিক্রম?

হোবলস : হুম, আমি বলব। আমি রাজনৈতিক কোনো কথা বলব না, একেবারে খাঁটি কথা বলব—হে সাউথ আফ্রিকাবাসী! আপনারা অনেক চমৎকার পরিবেশে আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় অনেক অনেক রহমতি পরিবেশে আছেন। আর যেসব ভাই, যেসব উলামায়ে কেরাম এরকম সুন্দর পরিবেশ, এত সমৃদ্ধ কমিউনিটি গঠনে কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন এবং করে যাচ্ছেন, তাদের জন্য দুআ ও কৃতজ্ঞতা।

মাশাআল্লাহ! আপনাদের ওখানে হিফজ থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষার জন্য অনেক মাদরাসা রয়েছে। অনেক আলিম, অনেক দাঈ রয়েছেন। অবশ্যই অস্ট্রেলিয়াতে আমাদের এত সুবিধা নেই। সেখানকার কমিউনিটি সেই তুলনায় অনেক নতুন। সেখানকার অধিকাংশ আলিম পঞ্চাশ বছরের নিচে। আপনাদের এখানে অনেক বয়স্ক আলিম, তাদের সন্তানরা আলিম, তাদের নাতিরা আলিম দেখা যায়। এই জিনিসগুলো আমাদের ওখানে নেই। কিন্তু আমার মনে হয় অস্ট্রেলিয়ায় দ্রুত মুসলিম কমিউনিটি সম্প্রসারিত হচ্ছে। সে তুলনায় সাউথ আফ্রিকায় প্রসারণ কম। এখানে অনেক ছাত্র হিফজ পড়ছে। হিফজ শেষ করে আলিম হচ্ছে। কিন্তু সে আসলে দীনের জন্য তেমন কিছু করছে না। কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে মুসলিমদের জানপ্রাণ দিয়ে কাজ করতে দেখেছি। আলিম হওয়ার পরপরই তারা সালাতের ইমামতিতে লেগে যান। দীনের কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করে নেন। আসলে প্রতিটি অঞ্চলেই দীনের কাজে উত্থান-পতন আছে।